গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

বিষয় : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যাদি প্রেরণ।

১. সাধারণ কার্যক্রম :

- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) শিক্ষক-কর্মচারির বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারিদের এম.পি.ও'র বেতন ভাতা বাবদ মোট ১০০,৩০৩,৮৩৪,১৯৬/- টাকা ব্যয় হয়েছে;
- জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের নামে ১৫টি বেসরকারি কলেজের তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫টির মধ্যে ১টি কলেজ সরকারিকরণ করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের ওজন মাপার লক্ষ্যে ২০০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওজন মাপার যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে;
- প্রত্যেক ছাত্রীকে আয়রন ফলিক অ্যাসিড খাওয়ানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয়সমূহ ৫ কোটি আয়রন ফলিক অ্যাসিডের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- মাউশি অধিদপ্তরের বিপুল সংখ্যক মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে ০৩ (তিন) জন বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- সেসিপ-এর আওতায় সাধারণ শিক্ষা ধারার ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে জানুয়ারি ২০২০ থেকে ভোকেশনাল কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্যে ২টি ট্রেডের মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন এবং ৭টি ট্রেডের কার্যাদেশ জারি হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি ট্রেডের দরপত্র প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়াও কুমিল্লা অঞ্চলে ১০৩৭টি প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর জন্য দুটি লিফট সরবরাহ করা হয়েছে।

২. কোভিড -১৯ এ গৃহীত কার্যক্রম :

- মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন অনুযায়ী ২০৪৯৯টি স্কুলের মধ্যে ১৫,৬৭৬টি এবং ৪২৩৮টি কলেজের মধ্যে ৭০০টি কলেজ অনলাইন ক্লাস চালু করেছে। এছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগ (জুম, ম্যাসেঞ্জার, ফেইসবুকগ্রুপ, ইউটিউব) ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাস রেকর্ড করে কিশোর বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন এবং ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছে;
- মার্চ ২০২০ এর পর শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান বন্ধ থাকলেও টেলিভিশন ও অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা যেন আরও কিছু শিখনফল অর্জন করে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে এ লক্ষ্যে পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস এবং অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রচলিত গতানুগতিক বার্ষিক পরীক্ষার বিপরীতে অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়নের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন;
  উল্লেখ্য, দেশের ২০২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে অ্যাসাইনমেন্ট বিষয়ক qualitative এবং quantitative তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে Data analysis করা হয়েছে। এ analysis এর ফাইন্ডিংসমূহ ইতিবাচক এসেছে। এছাড়াও শিক্ষা কার্যক্রমে digital divide জনিত যে অসাম্য তৈরি হয়েছিল অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে তা দূর হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত '৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির আলোকে 'মূল্যায়ন নির্দেশনা' শিরোনামে শিক্ষার্থীরা যেন শিখনফল নির্ভর শিক্ষা লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে শ্রেণি উপযোগী অ্যাসাইন মেন্টের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় এ বছরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে সংক্ষিপ্ত করে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে মাঠ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা নির্ধারিত ছক অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিনে পরিবীক্ষণ এবং প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন ক্লাস নেয়া হচ্ছে। ডিজিটাল ক্লাসগুলোকে এমনভাবে অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে যেন দেশের যেকোন শিক্ষার্থী যে কোন জায়গা থেকে যে কোন সময় এই ক্লাসগুলো দেখতে পায়;
- 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শীর্ষক ভার্চুয়াল ক্লাসরুম "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন" এর মাধ্যমে প্রচারের জন্য স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ - ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ২,৫০০ ক্লাস তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের লক্ষ্যে প্রাক প্রস্তুতি গ্রহণ এবং একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে;
- কোভিড অতিমারির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বিকল্প পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে জেন্ডার ইকুইটি মুভমেন্ট ইন স্কুলস (জেমস) এর ১ম বর্ষের ১৩টি সেশন রেকর্ড করে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করছে;

সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত জেন্ডার ইকুইটি মুভমেন্ট ইন স্কুলস (জেমস) বিষয়ক ক্লাস

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ইউনিসেফের সহায়তায় কোভিড-১৯ রেসপন্ডস স্কুল রি-ওপেনিং গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে;
- কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে স্কুল খোলার উপর ০৪ টি ভিডিওচিত্র তৈরি করা হয়েছে;
- Project Based Learning কার্যক্রম এর আওতায় ০৭টি প্রজেক্ট কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করার জন্য;
- শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে শ্রমিক সংকট থাকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কৃষকের প্রায় ২,০০০ (দুই হাজার) একর জমির বোরো ধান কেটে দিয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার জন্য সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে ''আমার ঘরে আমার স্কুল'' কার্যক্রমের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৬০৯টি ক্লাস সেশন প্রচার করা হয়েছে। এছাড়াও কিশোর কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর ১৩টি বিষয়ে জীবন দক্ষতার উপর ২০টি সেশন প্রচার করা হয়েছে।

(৩) নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদ সৃজন :

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে ৪০৩২টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে;

- সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক এর ৯৫টি পদ আপগ্রেড করা হয়েছে। এছাড়াও মাউশি অধিদপ্তরের ২য় গ্রেডের ৩টি পদ আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- সরকারি কলেজসমূহের বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক হতে ৬০৯ জনকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি ও পদায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ১০৯৬ জন সহকারি অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৫৪৫২ জন সহকারী শিক্ষক [১০ম গ্রেড] হতে "সিনিয়র শিক্ষক" [৯ম গ্রেড] পদে পদোন্নতি ও পদায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৩৮টি প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকা এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ২০টিসহ মোট ২৫৮টি শূন্য পদে পদোন্নতির জন্য সহকারী প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা এবং সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ফিডার টাইম প্রমার্জনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে;
- মাউশি অধিধপ্তরের আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠনসমুহে কর্মরত ৩য় শ্রেণির ১৯৮ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)-এর আওতায় ১৪৩৯ টি পদ সৃজন প্রস্তাবের বিপরীতে বিগত ৬ মে ২০২১ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১১৮৭টি পদ জনবলসহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী সরকারি কলেজসমূহে ক্যাডার পদে বিভিন্ন স্তরে (অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারি অধ্যাপক ও প্রভাষক) মোট ৩৯৫৯টি পদ সৃজনের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) প্রকল্পের আওতায় অস্থায়ী একাডেমি চালুর জন্য রাজস্ব খাতে ৫০ (পঞ্চাশ) টি পদে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং ৪র্থ শেণির ১২টি পদের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

(8) ডিজিটাইজেশন :

- মাউশি অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারভূক্ত সেবাসমূহ সরকারের একসেবা (MyGov) সার্ভিস চালু করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টারে সেবার নাম, সেবা প্রদান পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান, সেবার মূল্য, পরিশোধ পদ্ধতি, সেবা প্রদানের সময়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ইমেইল) দেওয়া আছে। একসেবা প্লাটফর্মের মাধ্যমে নাগরিক আবেদনসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানো সম্ভব হয়েছে;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন কার্যক্রম ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপ এর আওতায় নিয়ে এসেছে। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন dshe.mmcm.gov.bd ড্যাশবোর্ড এর মাধ্যমে মূল্যায়নপূর্বক পরিদর্শন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- মাউশি অধিদপ্তরের EMIS Upgradation (SD-17) অংশ হিসেবে ১০(দশ) টি মডিউল চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ইএমআইএস এর ডাটা সেন্টার এবং নেটওয়ার্ক ও হার্ডওয়্যার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলমান রয়েছে যার অগ্রগতি ৭০%;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৮২৯টি ক্লাস গ্রহণ করা হয়েছে;
- মাউশি অধিদপ্তর এবং অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন ক্লাস, সংসদ টিভি এবং এসাইনমেন্ট বিষয়ক ৬৫৭২টি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- সারাদেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশালসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় প্রদানের লক্ষ্যে EFT এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি প্রদানের Software তৈরিসহ ডাটাবেইস তৈরির কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। এটি বাস্তবায়িত হলে সহজে বেতন-ভাতাদি পাওয়া নিশ্চিত হবে।

(৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম :

৫.১ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ শাখার আওতাভুক্ত **কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :**

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০০ জন (১২০ জন কর্মকর্তা এবং ১৮০ জন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী) কে ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি কলেজের ৩২০ জন কর্মকর্তাকে উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের ১৩০৭ জন কর্মকর্তাকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের ১৭৩৯ (১৫৪১ জন কর্মকর্তা +১৭৮ জন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী+ ২০ জন গাড়ি চালক) জনকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বি.এড. প্রশিক্ষণবিহীন মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে ৩১০ জনকে এ বছর বি.এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্বাবধানে এইচ.এস.টি.টি.আই এর মাধ্যমে বেসরকারি কলেজের ৭৪৭ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্তাবধানে এইচ.এস.টি.টি.আই এর মাধ্যমে বেসরকারি কলেজের ২৪০ জন শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কোরিয়া সরকারের অর্থায়নে ৮০ জন শিক্ষক/কর্মকর্তাকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কৈশোরকালীন পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'কৈশোরকালীন পুষ্টিসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পুষ্টিসেবা গাইড লাইন ২০২০' তৈরি এবং 'কৈশোরকালীন পুষ্টি অনলাইন প্রশিক্ষণ' চালু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৮০৯৩৯ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের একবিংশ শতকের উপযোগী বিশ্ব-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বৃটিশ কাউন্সিলের Connecting Classroom প্রকল্পের আওতায় ৭০০ জন শিক্ষককে Core Skills বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

৫.২ সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায়- বিভিন্ন বিষয়ে ১০,০১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ হলো- আইসিটি লার্নিং সেন্টার এ ই-লার্নিং মডিউল ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৪৯৬৫ জন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন ৯৮২জন, কৃত্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি- ৩৭৪১জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

৫.৩ জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের আওতায় ৩২ জন মাস্টার ট্রেইনারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী ও রাঙামাটি জেলার নির্বাচিত ২৫০টি প্রতিষ্ঠানের ৭৫০ জন শিক্ষককে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার সমতা বিষয়কমৌলিক প্রশিক্ষণ-বর্ষ ২ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে জেমস সেশন পরিচালনা করবেন;

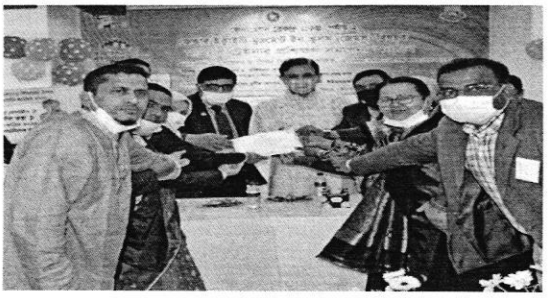

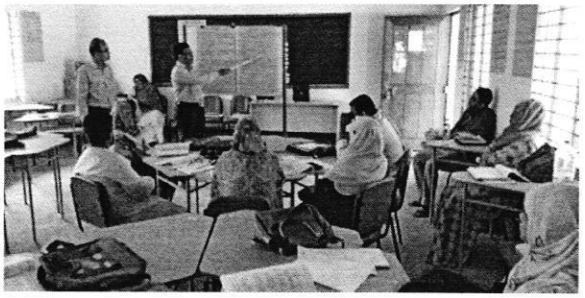

জেনারেশন ব্রেক-থ্রু প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ

৫.৪ ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১০০ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ৪টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ মোট ১৮টি ভেন্যুতে ৩৫টি ব্যাচে সর্বমোট ১৪০০ জন প্রশক্ষণার্থীর (অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক) অংশগ্রহণে ৫ দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়েছে;

৫.৫ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রকল্পভুক্ত ১৬১০টি বেসরকারি কলেজের প্রত্যেকটি থেকে ৩ জন করে মোট ৪৮৩০ জন শিক্ষককে ২১দিন ব্যাপী আইসিটি নির্ভর 'ডিজিটাল কনটেন্ট প্রণয়ন, শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন, সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার ট্রাবলস্যুটিং এবং কম্পিউটার ল্যাব অপারেশান' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরের ১২টি ব্যাচে ৩৬০জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ খাতের ১১১.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

৫.৬ করোনার ফলে দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীগদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা/অভিঘাত মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং একজন ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় সাইকোলজিস্টগণের সহায়তায় একটি কাউন্সেলিং ম্যানুয়াল প্রণীত হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ হতে এ পর্যন্ত ৫৮০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। এ ছাড়াও অন্তত ২,০০,০০০ (দু'লক্ষ) শিক্ষক যেন অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিতে পারে সে লক্ষ্যে একটি APP তৈরির কাজ চলমান রয়েছে;

৫.৭ ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম এ অ্যাপ এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক পরিচালক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনলাইনে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত নির্মাণ ও পূর্ত কাজ :

৬.১ সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- ৯৪টি ৬তলা একাডেমিক ভবনের মধ্যে ৭৪টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান;
- ৩০টি কলেজে ৬তলা একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ ৭৫% শেষ হয়েছে;
- ৩১ টি কলেজে হোস্টেলের নির্মাণ কাজ ৩০% শেষ হয়েছে;
- ৪টি কলেজের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ও ৫টি কলেজে শ্রেণিকক্ষ মেরামত ও সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে;

চিত্র : পলাশবাড়ি সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা

এছাড়াও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ১০টি কলেজে ২০টি শীতাতপ নিয়ন্ত্র ফটোকপিয়ার মেশিন, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওভেন, ইলেকট্রিক ফ্লাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে।

৬.২ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- নতুন একাডেমিক ভবন ৩২০ টি যার মধ্যে জেলা পর্যায়ে ১৭২টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ১৪৮টি। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৯৮টি ভবনের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে ০৫ তলা ভিতে ০৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর্যায়ে;

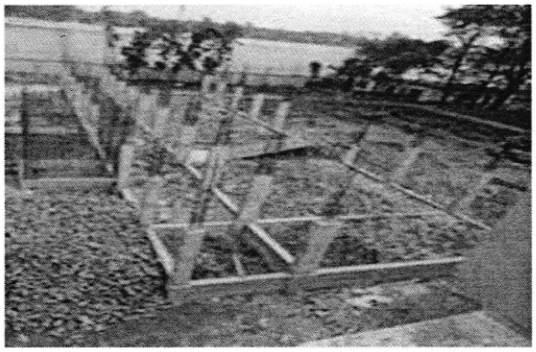

চিত্র : সেনবাগ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সেনবাগ, নোয়াখালী এবং মাল্টিপারপাস ভবন, আজিমপুর গার্লস স্কুল, ঢাকা

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণযোগ্য ভবনের সংখ্যা ১০৪টি যার মধ্যে কাজ চলমান আছে ৫৬ টি এবং ভবন হস্তান্তর হয়েছে ৪০টি;

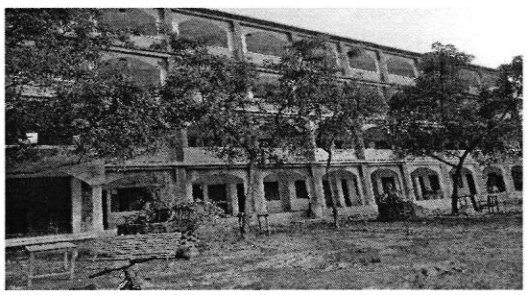

চিত্র :. দিনাজপুর স্কুল ভবন এবং বিরামপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বিরামপুর, দিনাজপুর

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হোস্টেল নির্মাণ করা হবে ২৪টি তন্মধ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে ২১টি;

৬.৪ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের ১৫৮টি কলেজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১০১৬০.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনে প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষসমূহে কাঠের ফার্নিচার সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের ৩২৮টি কলেজে হাই-লো বেঞ্চ ২৭৩৭৮ জোড়া, ১৬৭৫টি টেবিল, ১৬৭৫টি চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৭২৬.৯৮ লক্ষ টাকা।

৬ .৫ "শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- ১৬টি নতুন ভবন নির্মাণ সমাপ্ত এবং ৪১টি একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হলের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারিত তলাসমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও ৬৯টি কলেজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে;

৬.৬ সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায়-

- ৭১০টি ICT Learning Center স্থাপন কর্মসূচির আওতায় ১৮টি ICT Learning Center স্থাপনের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে;
- ৬৪০টি ভোকেশনাল ভবন / শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ-এর আওতায় ৩৩০টি ভবন/শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে;
- ১০০টি বিদ্যালয়ের নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ৫টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে;
- ৪৬ টি জেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ কর্মসূচির আওতায় ৫টি জেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বান্দরবান জেলা শিক্ষা অফিস নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে (ভৌত অগ্রগতি ৯০%);
- ২৫টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ৩টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

(৭) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত :

৭.১ ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- ২.০০ একর জমি (জালকুড়ি, নারায়ণগঞ্জ) : মূল্য বাবদ ২৩,৯৬,৬১,০৩৬/- (তেইশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ একষট্টি হাজার ছত্রিশ) টাকা বিগত ০১/০৪/২০২১ তারিখ নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয় বরাবর পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২.০০ একর জমি (নবীনগর, ঢাকা): মূল্য বাবদ ৩০,৫০,৩৩,২৬৭.৯৭/-(ত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি টাকা সাতানব্বই পয়সা) বিগত ২২/০৬/২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ibas++ এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে;
- ৪.০০ একর জমি (হেমায়েতপুর, ধামরাই): জেলা প্রশাসন ঢাকা এর মাধ্যমে ৭ ধারা নোটিশ জারিপূর্বক চূড়ান্ত প্রাক্কলনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ২২/০৬/২০২১ ও ৩১.০৩.২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২.০০ একর জমি (চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ): গত ১২/০৪/২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশপূর্বক চূড়ান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

৭.২ ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণের নিমিত্ত রংপুর বিভাগীয় শহরে ২টি (২.০০ একর* ২ = ৪.০০ একর), ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে ১টি (২.০০ একর), রাজশাহী বিভাগীয় শহরে ১টি (২.০০ একর), এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন বর্মাছড়া টি-গার্ডেন এলাকায় ১টি (২.০০ একর) সহ মোট ৫টি (২.০০ একর* ৫ = ১০.০০ একর) জমি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অধিগ্রহণ/বন্দোবস্ত সম্পন্ন হয়েছে।

- জয়পুরহাট জেলায় অধিগ্রহণকৃত ৩.২৪ একর জমিতে ১টি ও শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন বর্মাছড়া টি-গার্ডেন এলাকায় বন্দোবস্তকৃত ২.০০ একর জমিতে ১টিসহ মোট ২টি জমিতে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে টেন্ডার ও অন্যান্য সকল প্রক্রিয়া শেষে একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শুরু হয়েছে।

(৮) ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপ :

- অস্থায়ী অটিজম একাডেমি উদ্বোধন :

রাজউক পূর্বাচলে মূল একাডেমির নির্মাণ কাজ মামলাজনিত কারণে বিলম্বিত হওয়ায় আরডিপিপি (২য় সংশোধনী) মোতাবেক অটিজম ও এনডিডি শিশুদের সীমিত পরিসরে সরাসরি সেবা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র ৬/এ, সেগুন বাগিচায় ৭৫০০ বর্গফুট আয়তনের বাড়িটি ভাড়া করা হয়। গত ০৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম. পি. ও মাননীয় শিক্ষা উপ-মন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম. পি. আনুষ্ঠানিকভাবে NAAND (অস্থায়ী ক্যাম্পাস) এর শুভ উদ্বোধন করেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য অস্থায়ী একাডেমিতে অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না তবে একাডেমিতে কর্মরত মনোবিজ্ঞানীগণ অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

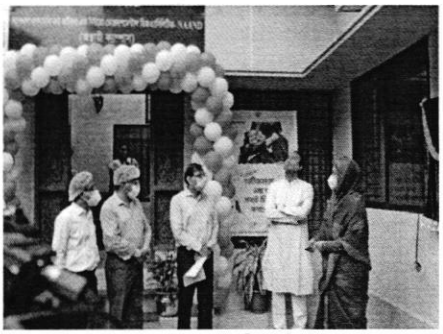

ছবি ঃ ন্যাশনাল একাডেমি ফর ও অটিজম এন্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজএবিলিটিজ এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন

- **মামলা নিষ্পত্তি :**

NAAND (মূল একাডেমি) এর জন্য বরাদ্ধকৃত রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৮ নং সেক্টরের ৩.৩৩ একর জমিতে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টে চলমান মামলার নিষ্পত্তি হয়। উল্লেখ্য যে, একাডেমির জন্য বরাদ্ধকৃত জমির রেজিস্ট্রেশন, নামজারি, খাজনা প্রদানের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বরাদ্ধকৃত ভূমি সমতল করা হয়েছে।

- **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সম্পন্ন :**

মামলা নিষ্পত্তির পর NAAND (মূল একাডেমি) এর ডিজাইন ও ড্রয়িং প্রনয়ণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং QCBS পদ্ধতিতে Vernacular Consultants Ltd. কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

(৯) নীতি নির্ধারণী ডকুমেন্ট প্রণয়ন :

৯.১ সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)-এর আওতায় নিম্নবর্ণিত নীতি নির্ধারণী ডকুমেন্ট প্রণীত হয়েছে:

- সমন্বিত উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে উপবৃত্তি বিতরণের একটি Hermonised Stipend Manual প্রণীত হয়েছে।
- পরীক্ষা পদ্ধতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় শিক্ষা মূল্যায়ন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে National Evaluation and Assessment centre (NEAC) Act –র খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

(১০) সভা/ কর্মশালা/ প্রতিবেদন :

- মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির আলোকে জানুয়ারি-জুন ২০২০ এর সেমি-অ্যানুয়াল মনিটরিং রিপোর্ট এবং জুলাই ২০২০-জুন ২০২১ এর অ্যানুয়াল মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ (আঞ্চলিক পরিচালক, ডিইও, এডিইউ, ইউএসইউ/টিএসইউ, ইউএএস, এইউএসইউ/এটিইউ, এআই, আরও) বার্ষিক পরিদর্শন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যথাযথভাবে পরিদর্শন করছেন কি না তা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে;
- জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত National Assessment NASS-19 এবং LASI-17 এর ফলাফল বিস্তরণের লক্ষ্যে গত ২৪ জুন ২০২১ তারিখে একটি ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে National Assessment of Secondary Students (NASS) ২০১৯ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবস্থার (৬ষ্ঠ, ৮ম এবং ১০ম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়) দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত, বিষয়ভিত্তিক শিখণ যোগ্যতা এবং শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ও এলাকাগত বৈষম্য পরিমাপ করা হয়েছে;
- সারাদেশে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পরিকল্পিত ডায়াগনোস্টিক অ্যাসেসমেন্ট এর রূপরেখা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গত ০২/০৮/২০২১ তারিখে দিনব্যাপী একটি ভার্চুয়াল কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;
- জেনারেশন ব্রেক-থ্রু প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণের লক্ষ্যে ০৫টি জেলা ও ০৭টি উপজেলা কোঅর্ডিনেশন

কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পভুক্ত ২৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় প্রকল্প কার্যক্রম ও অগ্রগতি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

- প্রতি বছর ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লু-লাইট প্রজ্জ্বলনের জন্য এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে অটিজম বিষয়ক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এর ফলশ্রুতিতে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লু-লাইট প্রজ্জ্বলন করে থাকে। NAAND প্রকল্প ২০২১ সালে ১৪তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ NAAND (অস্থায়ী ক্যাম্পাস) এ নীল বাতি প্রজ্জ্বলন ও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করে।
- অনলাইন ক্লাস, সংসদ টিভি এবং অ্যাসাইনমেন্ট বিষয়ক অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৬৫৭২টি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;